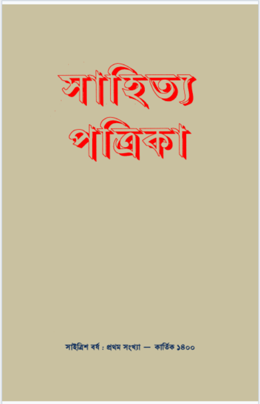

Vol. 37 | No. 1 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লর্ড জিম উপন্যাসে নায়কের নৈতিক পুনর্বাসন প্রক্রিয়া : একটি বিশ্লেষণ

Volume	37
Issue	1
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আনোয়ারুল হক
Published online	October 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v37i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i1.5
Pages	97-105
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ১

Check for updates

লর্ড জিম উপন্যাসে নায়কের নৈতিক পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ঃ একটি বিশ্লেষণ

সৈয়দ আনোয়ারুল হক*

জোসেফ কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইংরেজি উপন্যাসে নতুন মাত্রা সংযোগকারী লেখক। তার বহুল আলোচিত উপন্যাস *Lord Jim*-এর নাবিক-নায়ক জিমের নৈতিক পুনর্বাসন অর্জনের প্রক্রিয়া ও তার মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ হয়েছে এই নিবন্ধে। রোমান্টিক ও নৈতিক বিবেচনা সম্পন্ন নায়ক জিম জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে একাধিকবার নৈতিক বিবেক দ্বারা চালিত হতে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার গ্লানিই তাকে নিয়ে যায় একরকমের পরোক্ষ আত্মহননের দিকে। মৃত্যু তাঁর নৈতিক চেতনার বোধকে আদর্শায়িত করে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পোলিশ বংশোদ্ভূত জোসেফ কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়ে যখন ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস রচনা শুরু করেন, ইংরেজি উপন্যাসের বিবর্তনের ধারায় তা এক নতুন মাত্রা যোগ করে। কনরাডের প্রতিটি উপন্যাস হয়ে ওঠে মূলত এক একটি কাহিনী (tale), যা লেখকের নিঃসঙ্গ ও যন্ত্রণাপীড়িত জীবনকে প্রতিফলিত করে। কনরাডের প্রধান কয়েকটি উপন্যাস যেমন *Lord Jim* কে চিহ্নিত করা হয়েছে Tale; *Nostromo* কে "a tale of the seaboard" এবং *The Secret Agent* কে "a simple tale" অভিধায় বর্ণনা করা হয়েছে। *Lord Jim* উপন্যাসটি কনরাডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, যদিও F. R. Leavis বিতর্কিতভাবে তা অগ্রাহ্য করেছেন।[১] সাম্প্রতিক সমালোচনার ধারায় উপন্যাসটি নায়কের নৈতিক পুনর্বাসনের এক হৃদয়স্পর্শী কাহিনী হিসাবে অধিক স্বীকৃত।

Lord Jim-এ নাবিক-নায়ক জিম চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর রোমান্টিকতা ও নৈতিক বিবেচনা। একনিষ্ঠ একজন নাবিকের অবশ্যকরণীয় দায়িত্ববোধ তাঁর নৈতিক বিবেচনাকে উদ্বুদ্ধ করে। তীর্থযাত্রীবাহী জাহাজ "পাটনা"র একজন নাবিক হিসাবে কর্তব্য পালনে তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতা প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় তাঁকে দগ্ধীভূত করে। আসন্ন ঝড়ের মুখে বিপন্ন জাহাজটির ভাগ্যহত যাত্রীদের পরিত্যাগ করে জিমের ভারারোহী ঝাঁপ দেয়া (climatic jump) কাপুরুষোচিত ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ বলেই জিমের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রচণ্ড এক অপরাধবোধ তাঁকে তাড়িত করে। আত্মধিক্কার ও অনুশোচনার গ্লানিতে জিম উপলব্ধি করেন যে ঘটনার ক্রান্তি লগ্নে তিনি নৈতিক বিবেক (moral conscience) দ্বারা পরিচালিত হতে ব্যর্থ হয়েছেন পুরোপুরি, যা তাঁর জীবনে এক সংকটের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে পাটুসানে ব্রাউন নামের অপর এক ইউরোপীয়ের বিশ্বাসঘাতকতামূলক হত্যাকাণ্ডে জিমের দায়-দায়িত্ব না থাকলেও নৈতিক বিবেক তাড়িত জিম এই মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করেন। 'পাটনা' ঘটনার প্রায়শ্চিত্য সাধন ছিল তাঁর অবচেতন মনের সুপ্ত বাসনা। তাই জিম তাঁর জীবনে নৈতিক পুনর্বাসন অর্জনের লক্ষ্যে আত্মসমর্পনের মাধ্যমে আত্মবিসর্জনে (self-sacrifice) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। আলোচ্য নিবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে জিমের নৈতিক পুনর্বাসন অর্জনের প্রক্রিয়া এবং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ।

Lord Jim উপন্যাসের ভূমিকায় কনরাড বিষয়বস্তু হিসাবে "acute consciousness of lost honour" কে চিহ্নিত করেছেন। নাবিক নায়ক তাঁর হৃত সম্ভ্রম সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন, তাঁর প্রখর নৈতিক সচেতনতার কারণে। John

Batchelor জিমের সংকটকে শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের সংকটের সঙ্গে তুলনা করেছেন সঙ্গতভাবে। হ্যামলেট যেমন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন অতীতে এবং হারানো সুযোগটির অনরূপ একটি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন ভবিষ্যতে; কনরাডের নায়কও অতীত ব্যর্থতায় প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ, আর নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য ভবিষ্যতে অনুরূপ একটি সুযোগের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল।[২] তবে তাঁদের মধ্যকার প্রধান বৈসাদৃশ্যটি Batchelor ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

> Jim is dishonoured by a localized catastrophic act of shame whereas Hamlet is dishonoured by shameful inaction [Batchelor 1988 : 163]

আমরা জিমকে অসম্মানজনক এক অবস্থায় দেখি বিপর্যয়কর ও লজ্জাকর এক কর্মের মাধ্যমে। কিন্তু হ্যামলেটের সম্ভ্রমহীনতা এসেছে তাঁর লজ্জাকর নিষ্ক্রিয়তায়।

উপন্যাসের শুরুতেই কনরাড যে বর্ণনায় জিমকে উপস্থাপিত করেছেন তার মধ্যেই এক ধরনের নৈতিক সুর সুস্পষ্ট :

> .... his manner displayed a kind of dogged self-assertion which has nothing agressive in it... To the Captain, he is faithful like a friend and attentive like a son with the patience of Job..... [Conrad 1988 : 1]

উল্লেখিত গুণাবলী নৈতিকভাবে সচেতন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দায়িত্বের প্রতি একনিষ্ঠা জিমের নৈতিক মূল্যবোধের ফল। কনরাডের বর্ণনায় :

> He (Jim) confronted savages on tropical shores, quelled mutinies on the high seas, and in a small boat upon the ocean kept up the hearts of despairing men-- always an example of devotion to duty...[Conrad 1988 : 3]

কল্পনার এই সাফল্যের পাশাপাশি জিমের বাস্তবিক ব্যর্থতাও কম নয়। বাল্যকালে তিনি এক উদ্ধার অভিযানে অংশ নিতে ব্যর্থ হন। মার্লোর কাছে তিনি অনুশোচনা করেন এই বলে যে বীর হবার সম্ভাবনা তার জীবনে সুদূরপরাহত।

বাল্যকালের ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটে "পাটনা" জাহাজের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাপুরুষতায়। অবশ্য ঐ ঘটনার প্রথম দিকে জিম কাপুরুষতাকে পরিহার করেন দৃঢ়ভাবে। জাহাজের পলায়নরত অফিসার ও নাবিকদের পলায়ন প্রক্রিয়ায় কোনোভাবে সাহায্য করতে তিনি অস্বীকার করেন তাঁর প্রখর নৈতিক সচেতনতার কারণে। একটি যান্ত্রিক ক্রুটির কারণে তাদের পলায়ন ব্যাহত হচ্ছিল এবং তাদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে জিমের অস্বীকৃতি তাদেরকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। একজন জিমের প্রতি চিৎকার করে ওঠে : Won't you save own life..... you infernal coward ?" [Conrad 1988 : 64]। নিরুপায় হয়ে জাহাজের প্রধান প্রকৌশলী জিমের শরণাপন্ন হন :"Come and help, man ! Are you mad to throw only chance away ? Come and help, man ! Man ! Look there, look !" [conrad 19— : 65]। প্রধান প্রকৌশলি আসন্ন সমুদ্রঝড়ের দিকে জিমের দৃষ্টি আর্কষণ করেন এই ভেবে যে অতঃপর জিম জাহাজ পরিত্যাগের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের পরিত্যাগ না করার প্রতিজ্ঞায় জিম তাকে অগ্রাহ্য করেন। অফিসার ও নাবিকদের পলায়ন তৎপরতা চলাকালে জাহাজের তৃতীয় প্রকৌশলি জর্জ ঘটনার আকস্মিকতায় সবার অলক্ষ্যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তার পলায়নের সহকর্মীরা তাকে জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে জীবন তরীতে ওঠার আহ্বান জানাতে থাকে। তাদের সমবেত চিৎকারে জিমের অনুধাবন তাঁর নৈতিক দায়িত্ববোধ প্রতিফলিত করে : "Eight hundred living people and they were yelling after one dead man to come down and be saved." [Conrad 1988 : 71]।

সহকর্মীদের আর্তচিৎকার, ডেকে পড়ে থাকা জর্জের মরদেহ এবং আসন্ন সামুদ্রিক ঝড়ের ভয়াবহতা ক্রমে জিমের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপের সৃষ্টি করে। জীবনতরী থেকে জর্জের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহবানঃ "Geo-o-o orge! oh jump ! she was going down, head first under me...[Conrad 1988 : 71] জিমের রোমান্টিক কল্পনাকে প্রভাবিত করে এবং পরিস্থিতির কাল্পনিক ভয়াবহতা জিমের অটল সিদ্ধান্তে ফাটল ধরায়।

জর্জের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত আহ্বান জিমকে ব্যাকুল করে তোলে এবং জাহাজ থেকে তিনি জীবনতরীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মার্লোর বর্ণনায় জিমের এ-সম্পর্কিত অনুশোচনা সুস্পষ্ট :

> His clear blue eyes turned to me a piteous stare.. 'I wished I could die' he cried, `There was no going back. It was as if I had jumped into a well-into an everlasting deep hole... [Conrad 1988 : 71]

জিমের এই যন্ত্রণাবোধ মূলতঃ তাঁর নৈতিক দায়িত্ব পালনে বিচ্যুতির ফল।

'পাটনা' জাহাজের ঘটনা সম্পর্কিত বিচার অনুষ্ঠানে যখন সংশ্লিষ্ট অফিসার ও নাবিকেরা সকলেই পলাতক, শুধুমাত্র জিম সে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ায় তাঁর নৈতিক অপরাধবোধের তাড়নায়। মামলার অন্যতম বিচারক ক্যাপ্টেন ব্রায়ারলী জিমের জন্য অবমাননাকর পরিস্থিতিতে নিজেই বিব্রত বোধ করেন এবং গোপনে মার্লোর কাছে জিমকে পালিয়ে যাবার এক পরিকল্পনা হস্তান্তর করেন। কিন্তু জিমের নৈতিক দৃঢ়তা সম্পর্কে সচেতন মার্লো তা প্রত্যাখ্যান করেন। আদালতের রায়ে জিম দোষী সাব্যস্ত হন এবং নাবিক হিসাবে তাঁর দক্ষতা ও কৃতিত্বের প্রতীক তাঁর লাইসেন্সটি বাতিল করা হয়। জিমের এই পরিণতি ক্যাপ্টেন ব্রায়ারলীকে এতটা জর্জরিত করে যে কিছুদিন পর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। বিচারকের দায়িত্ব পালনকালে ক্যাপ্টেন ব্রায়ারলী জিমের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় সত্তা (alter ego) আবিষ্কার করেন, মার্লোর ধারণা অনুসারে জিমের বিরুদ্ধে কথিত অপরাধের বিচার অনুষ্ঠানের সময় মূলতঃ ব্রায়ারলী তাঁর নিজের বিচার সম্পন্ন করেন এবং জিমের মত নিজেকেও অপরাধী সাব্যস্ত করে নিজ অপরাধকে সঙ্গে নিয়ে সংগোপনে গহীন সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, জিমের মত সামাজিকভাবে নিগৃহীত হওয়া থেকে বাঁচার লক্ষ্যে। জিমের ভাবারোহী ঝাঁপ দেয়ার পেছনে সবচেয়ে ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর রোমান্টিক কল্পনা। ঝাঁপ দেয়ার মুহূর্তে কল্পনায় তিনি দেখছিলেন জাহাজটি জলমগ্ন হতে। জীবনতরীতে এসে যখন তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন, তখন পরিত্যক্ত জাহাজে ফেরার বাসনা তাঁকে ব্যাকুল করে দেয় :

> "It seemed to me that I must jump out of that accursed boat and swim back to see -- half a mile-- more -- any distance-- to the very spot..... [Conrad 1988 : 73]

এই আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছে জিমের সুস্পষ্ট নৈতিক সচেতনতা থেকে।

বিপর্যয়কর এই ঘটনাটি সম্পর্কে জিমের অতি স্পর্শকাতরতাও তাঁর নৈতিক অপরাধবোধের একটি দিক। জিমের উপস্থিতিতে "পাটনা" জাহাজের ঘটনাটি আলোচিত হলে জিম তা সহ্য করতে পারতেন না। আত্মধিক্কার ও অনুশোচনার গ্লানিতে তিনি একের পর এক চাকুরি পরিত্যাগ করতে থাকেন। জিমের সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠা সম্পর্কে মার্লো সম্পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। জিমকে নতুনভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মার্লো তাঁর এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বন্ধু স্টেইনকে অনুরোধ

করেন জিমকে তার কোনো কোম্পানীতে নিযুক্তিদানের। জিমকে দূরপ্রাচ্যের পাটুসান অঞ্চলে স্টেইনের নতুন প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। নতুন জীবনের হাতছানিতে জিম উৎসাহিত বোধ করেন এবং অতিসত্বর পাটুসানে যাত্রা করেন। পাটুসান ছিল তিন দলনেতার প্রাধান্য বিস্তারের বিপদজনক একটি অঞ্চল। স্টেইনের পরমমিত্র এবং বুগিস গোত্রের বৃদ্ধ দলনেতা ডোরামিনের সহযোগিতায় জিমের দায়িত্ব পালনের কথা। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে জিম দুর্ধর্ষ নেতা শরীফ আলীকে পরাভূত করেন এবং নিজে জনগণের অবিসম্বাদিত নেতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ডোরামিনের একমাত্র পুত্র ডেইন ওয়ারিস জিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন এবং এভাবেই ডোরামিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন জিম। তাঁর পূর্বসুরী শঠ ও বিশ্বাসঘাতক কর্নেলিয়াসের সৎমেয়ে জুয়েলের প্রতি জিম আকৃষ্ট হন এবং জুয়েলকে বিয়ে করেন। জিমের বিপর্যয়কর অতীত তাঁকে আর তাড়িত করে না। জনগণের কল্যাণে তিনি তখন নিবেদিত প্রাণ জনগণের শ্রদ্ধাভাজন 'লর্ড জিম'।

ইউরোপীয় জলদস্যু ব্রাউনের আকস্মিক পাটুসানে উপস্থিতিতে "পাটনা" জাহাজের বিপর্যয়ের মতই আর একটি বিপর্যয় নেমে আসে জিমের জীবনে। ব্রাউনের সন্ত্রাসী আক্রমণের সময় জিমের অনুপস্থিতির কারণে এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হয় ডেইন ওয়ারিসকে। একমাত্র ছেলে ও উত্তরাধিকারের জীবনে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ডোরামিন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ব্যবস্থা না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন জিমের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। প্রত্যাবর্তনের পর সগৌরবে ব্রাউনের মুখোমুখি হন জিম। ইতিমধ্যে নিজ স্বার্থে কর্নওয়ালিস জিমের বিরুদ্ধে ব্রাউনকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এমনকি জিমকে হত্যা করার জন্যও সে ব্রাউনকে প্ররোচিত করে। প্রথম সাক্ষাতেই জিম ব্রাউনের পরিচয় দাবী করেন। ব্রাউন প্রথমে জবাব দেন : "My name is Brown," কিন্তু পরমুহূর্তেই যুক্ত করেন "Captain Brown" [Conrad 1988 : 247]। ব্রাউনের দ্বিতীয় উচ্চারণটিতে প্রচণ্ড এক মনস্তাত্ত্বিক চাপের মধ্যে পড়েন জিম। না শোনার ভান করে তিনি নিঃশব্দে চলে যান। ব্রাউন উচ্চারিত 'ক্যাপ্টেন' শব্দটি জিমের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার বর্ণনায় কনরাড একজন দক্ষ মনস্তত্ত্ববিদের পরিচয় দিয়েছেন। জিমের অদম্য সাহস ও বীরত্ব মুহূর্তেই চুপসে যায় এই আশংকায় যে একজন নাবিক ব্রাউন নিশ্চিতভাবে "পাটনা" জাহাজের বিপর্যয়কর ঘটনা এবং জিমের কাপুরুষতা সম্পর্কে জেনে থাকবে। জিম যেন তাঁর সকল কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলছিলেন ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলার সময়। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে জিমের আগমনের হেতু ব্রাউন যখন জিজ্ঞাসা করে

জিমের শংকিত হৃদয়ে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে ব্রাউন তাঁর বিপর্যয়কর অতীতকে ফেলে আসার প্রতি ইঙ্গিত করছে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে জিম এতটা দুর্বল হয়ে পড়েন যে ব্রাউনের সঙ্গে কঠোরভাবে আচরণ করতে তিনি ব্যর্থ হন। ব্রাউনকে নিরাপদভাবে প্রস্থানের সুযোগ দিতেও জিম বাধ্য হন। জিমের সিদ্ধান্ত ডোরামিনকে হতাশ করে আর একজন স্বদেশীর প্রতি তার এই পক্ষপাতমূলক আচরণ জিমের দীর্ঘদিনের ন্যায়পরায়ণতার সুনামকে ক্ষুণ্ন করে। অবশ্য মানসিক দুর্বলতা সত্ত্বেও জিম জনগণের নেতা হিসাবে তাদের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন। তাই তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নিজের জীবন বাজী রাখেন। জিমের সংকট সম্পর্কে Gustav Morf-এর বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ :

> To him (Jim), Brown is the embodiment of that unforgettable and unforgiving past which stands up against him in the very moment when he expected it least... Brown, on the other hand.... understands at once that Jim's past is the weapon that will give him the final victory over his adversary ! [Morf 1965 : 150]

Tony Tanner ব্রাউনের কুটিল আচরণে শেক্সপীয়রের ইয়াগো চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন আর ওথেলোর সরলতা প্রত্যক্ষ করেছেন জিমের আচরণে [Tanner 1963]।

ব্রাউনের দৃষ্টিতে জনগণের প্রতি জিমের নৈতিক ব্রত (moral mission) অথবা তাঁর নৈতিক দায়িত্ববোধ (moral responsibility) সবই অর্থহীন। ব্রাউনের ধারণা, লুণ্ঠনের এটি একটি ভিন্নতর প্রক্রিয়া। সুতরাং তারা দুজনেই অভিন্ন লুণ্ঠনকারী। শ্বেতকায় বিশ্বের (White World) প্রতিনিধিরূপে তারা কৃষ্ণকায় বিশ্বে (Black World) লুণ্ঠনে রত। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্রাউনের মনোভাবে সুস্পষ্ট [Land 1984 : 82]। কর্নেলিয়াসের পরামর্শে ব্রাউন গোপন এক নদীপথে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন তার বিশ্বাসঘাতকতামূলক পরিকল্পনা কার্যকর করার লক্ষ্যে। পলায়নকালে ব্রাউনের নির্দেশে তার সহযোগিরা গুলিবর্ষণ করে। অতর্কিত এবং অভাবিত এই আক্রমণে ডেইন ওয়ারিস নিহত হন আর অসংখ্য দ্বীপবাসী হয় আহত। ব্রাউনের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে ক্রোধান্বিত জিম প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হন এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য টাম্ব ইটামকে নির্দেশ দেন জনগণকে কাপুরুষোচিত হামলার জবাব দিতে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। জনগণের

নেতা হিসাবে তাদের প্রতি যে নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে তা পালনে জিম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু টাম্ব ইটামের অকপট উচ্চারণ "It is not safe for thy servant to go amongst the people" জিমকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দেয়। তিনি অনুধাবন করেন যে ভাবাবেগাহী এক ঝাঁপ দেয়ার কারণে পুরাতন এক পৃথিবী থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে। এখন নতুন এই পৃথিবীতেও তিনি আর এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি। তবে আগের সেই বিপর্যয়ে নৈতিক বিবেক (moral conscience) দ্বারা পরিচালিত হতে ব্যর্থ হয়ে যে ভুল তিনি করেছেন, সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি তিনি কিছুতেই আর হতে দেবেন না। তাঁর এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কাছে প্রিয়তমা স্ত্রীর সকল নিবেদন ব্যর্থ হয়। চিরাচরিত পোশাকে জিম সজ্জিত হন, কিন্তু মাথায় ক্যাপ পরিধান থেকে বিরত থাকেন এই ভেবে যে জনগণের অবিসম্বাদিত নেতা হবার নৈতিক অধিকার তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

আত্মবিসর্জনের (self-sacrifice) জন্য জিমের মানসিক প্রস্তুতি জুয়েলকে চরম অসহায়তায় উদ্বেলিত করে তোলে। জিমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি জিমের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সচেষ্ট হন। এমনকি 'প্রতারক' (false) হিসাবে তাঁকে অভিযুক্ত করেন, কিন্তু জিমের বিবেচনায় জুয়েলের কারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে আত্মগোপন করা অনেক বড় ধরনের প্রতারণা। এক্ষেত্রেও তিনি নৈতিক বিবেক দ্বারা পরিচালিত হতে ব্যর্থ হবেন যেমনটি ঘটেছিল "পাটনা"র বিপর্যয়কর ঘটনায়। ব্রাউনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে জিম ডোরামিনের দরবারের বিলাপমূখর জনগণের সামনে উপস্থিত হন। জনতার মুখে মুখে উচ্চারিত হয় : "He came ! He came !" একটি কণ্ঠে সজোরে উচ্চারিত হয় : "He hath taken it upon his head," একথা শুনে জনতার দিকে তাকিয়ে জিম সুস্পষ্ট জবাব দেন "Yes, upon my head" [Conrad 1988 : 270]। জিমের এই উচ্চারণ তাঁর নৈতিক বিবেকের ইচ্ছার প্রতিধ্বনি। এই উচ্চারণের মধ্য দিয়েই জিম তাঁর জীবনে নৈতিক পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেন— যা দীর্ঘদিন অসম্পূর্ণ ও পরিত্যক্ত ছিল। ডোরামিনের অব্যর্থ গুলিতে লুটিয়ে পড়ে জিমের মরদেহ। জীবদ্দশায় যে নৈতিক সচেতনতা দেখাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁর মৃত্যু সেই চেতনাকেই আদর্শায়িত করে।

টীকা

১. "*Lord Jim* is neither the best of Conrad's novels nor the best of his short stories," [Leavis 1968 : 190]

গ্রন্থপঞ্জি

BATCHELOR, John 1988 — *Lord Jim.* London : Oxford.

CONRAD, Joseph 1988 — *Lord Jim.* New York : Bantam.

LAND, Stephenk. 1984 — *Conrad and the Paradox of Plot.* London : Macmillan

LEAVIS. F. R 1968 — *The Great Tradition.* London : Oxford.

MORF, Gustav 1965 — *The Polish Heritage of Joseph Conrad.* New York : Newton.

TANNER, Tony 1963 — "Butter Flies and Beetles-Conrad's Two Truths", *Chicago Review xvi ;*